Pub. opin

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

প্রসঙ্গঃ মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ১৯৮৭ সালের ফাজিল পরীক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যসূচী ঘোষণা করেছে। এই বোর্ড মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য এখনো কোন সুনির্ধারিত পাঠ্যসূচী দিতে পারেনি, উপরন্তু প্রতি বছরই পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করছে। এতে ছাত্রদের শুধু লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, নতুন করে বই-পত্র কিনতে গিয়ে আর্থিক সংকটেও পড়তে হয়।

এই নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠেয় ফাজিল পরীক্ষার্থীদের বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সমস্যা নিরসনে আমরা কতিপয় সুপরিশের কথা উল্লেখ করলাম। আশা করি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখবেন।

প্রথমঃ সিলেবাসের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে "আরবী, ইংরেজী, উর্দূ ও ফার্সী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ের লেখা ও পড়ার মাধ্যম হবে বাংলা।" বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বিধায় একে আমরা চিরদিনই শ্রদ্ধাভরে মেনে নেব; কিন্তু এখানে আমাদের আপত্তির বিষয় হল মাদ্দরাসায় পড়াশুনা করে আরবীতে লেখার ইখতিয়ারটুকু থাকবে না এর চেয়ে দুঃখজনক সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ তাফসিরের প্রশ্ন সংক্রান্ত বিষয়ে মান বন্টনের ২য় কলামটি যেমন দুর্বোধ্য তেমনি মান বন্টন করতে গিয়ে উসুলে তাফসিরের কথাটি সদাশয় পাঠ্যসূচী প্রণয়নকারীগণ যেন বেমালুম ভুলে গেছেন। তাই ছাত্রদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছে। বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে আছে কি নেই। তৃতীয়তঃ ইতিহাস পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে গিয়ে পাঠ্যসূচী বিশেষজ্ঞগণ মনে হয় আমাদের ইতিহাসে মাস্টার ডিগ্রী দিয়ে বিদায় করতে চেয়েছেন ফাজিল শ্রেণীতে পড়া অবস্থায়। অন্যথায় এত দীর্ঘ পাঠ্যসূচী ফাজেলের অন্যান্য পুস্তকের সাথে তারা কেমন করে নির্ধারণ করলেন জানি না। এর দ্বারা নকল উচ্ছেদের পরিবর্তে নকলের জন্য কি বাধ্য করা হবে না? চতুর্থতঃ আরবী সাহিত্যেও ছাত্রদের কম বিভ্রাটে পড়তে হয়নি। কেননা বাংলা এবং ইংরেজী সাহিত্যে যেখানে বড় প্রশ্ন লিখতে হয় একটি, সেখানে আরবী সাহিত্যেই শুধু বড় প্রশ্ন লিখতে হবে তিন তিনটি করে মোট ছয়টি। তাছাড়া ২০% মার্ক বাংলায় লিখতে হবে অথচ মান বন্টনে উল্লেখ করা হয়নি তা কোনগুলো হবে। গত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর প্রশ্নের হার করা হয়েছে কোনটায় দ্বিগুণ আবার কোনটায় ত্রিগুণ। অথচ পরীক্ষার সময় সেই তিন ঘন্টাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি একবারও এ বিষয় ভেবে দেখেছেন?

—মোঃ সাইফুদ্দীন আবু বকর সিদ্দিক
ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলীয়া মাদ্রাসা,
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আইয়্যামে জাহেলিয়াত বলতে অন্ধকার যুগকেই বুঝায়, যেখানে হত্যা, দীর্ঘকালীন গোত্রীয় যুদ্ধ অপরের সম্পদ আত্মসাৎ এগুলো ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। সত্য কখনও মিথ্যার চাদরে ঢাকা থাকে না। সব অন্ধকার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উদ্ভাসিত হবেই। যখন সত্যের আলো ইসলাম এলো, তাদের মাঝে বিদায় নিল সব অপকর্ম। আরববাসী সত্যের সন্ধান পেলো। সত্যের শিক্ষায়-দীক্ষিত হয়ে তারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছলো। ইসলামী শিক্ষা তাদের শিখিয়েছিল সত্যকে বরণ করে মিথ্যাকে বর্জন করতে। ইসলামী শিক্ষাকে যখন তারা নকল হিসেবে গণ্য করল; নেমে এল তাদের জীবনে অধঃপতন। বস্তুত ইসলামী শিক্ষাই মানুষের চতুর্বিধ কল্যাণ সাধন করতে পারে। সুতরাং সর্ব যুগে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে অসীম এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমাদের সামাজিক ব্যাধির অভাব নেই। তবে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য হল সব চাইতে বড় ব্যাধি। যুগযুগ ধরে মানুষ অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। কিন্তু মুক্তি পায়নি অশিক্ষা ও দ্রারিদ্র্য নামের এই দুই ব্যাধি থেকে। মানুষ আজ আল্লাহর বাণী মহানবীর আদর্শকে বাদ দিয়ে বুদ্ধিরই আশ্রয় নিয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে কোন সমাধান তারা খুঁজে পাচ্ছে না, আজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বত্রই সমস্যা। এটা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের মত বৃদ্ধি পাচ্ছেই। অথচ ইসলামী শিক্ষাতেই রয়েছে সব সমস্যার বাস্তব সমাধান। ইসলামী শিক্ষাকে বাদ দিয়ে মানব জীবনে উন্নতির আশা করা দুরাশা মাত্র।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, মুসলমানদের বিজয় এসেছে সত্যকে পূজা করেই। আবার পরাজয় এসেছে সত্যকে পরিহার করেই। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও আমরা মানুষ নামে পশুতে পরিণত হচ্ছি। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার বর্ণনা দিতে হচ্ছে, একদা খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, চলার পথে মাঝে-মধ্যে তিনি টুপিটা দিয়ে দু'চোখ ঢেকে রাখতেন। লোকে শুধালো, হে আমিরুল মোমেনীন আপনি একি করছেন? তিনি বললেন, আমার লজ্জা লাগে কারণ আমার চারদিকে মানুষ নামে শিয়াল-কুকুর, বাঘ-ভল্লুক ও জানোয়ারই দেখতে পাচ্ছি। মনুষত্ব আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে আমরা শুধু মানুষের চেহারা নিয়ে বেঁচে আছি।

আল্লাহর রাসূল দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, "প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য বিদ্যা অর্জন করা ফরজ" এখানে দ্বীনি অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষাকেই বুঝানো হয়েছে, তাই আজকের শিশুদের যদি আমরা ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তুলতে পারি তাহলে হয়ত এরা একদিন আমাদের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনবে, কারণঃ এরাই আগামী দিনের নাগরিক।

মুসলমানদের ঈমান, আকীদা, ইতিহাস, সংস্কৃতি এসবের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তাছাড়া ইসলামী শিক্ষাকে শুধু মাদ্রাসার সীমারেখায় না রেখে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ধর্মীয় শিক্ষাকে জোরদার করতে হবে। তবেই আসবে মানবজাতীর জীবনে শান্তি, খুঁজে পাবে মানুষ মুক্তির পথ।

—মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চৌধুরী
ছোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা,
পাথরঘাটা চট্টগ্রাম।